একটি কাল্পনিক উপাখ্যান

জাফর হোসেন

জুলেখা সালেহা খিচুড়ী বেশ জনপ্রিয় এখানে □ সপ্তাহে দুদিন এ খিচুড়ীর ব্যাবস্থা করা □□ □ জেলখানার কয়েদিরা হাপুস হুপুস করে খায় এ খিচূড়ী □ বিশেষ করে জামান এ খিচুড়ীর ভক্ত □ জুলেখা এবং সালেহা জেলখানার রান্নাঘরে কাজ করছেন □ পাশাপাশি থাকেন দুজন □ গল্প গুজব করে , এর ওর মাথার উকুন মেরে সময় কাটিয়ে দেন জেলখানায় □ জুলেখার দু ছেলে আছেন তার সাথে □ মনে পড়ে অতীত দিনের বিত্ত বৈভবের কথা □ যে ভালোবাসা পেয়েছেন দেশের মানুশের কাছ থেকে তার কতটুকু ফেরত দিয়েছেন দেশবাসীকে ,মাঝে মাঝে ভাবেন বসে □ জুলেখা একসময় সাজতে পছন্দ করতেন □ এখন আর সে ইচ্ছা হয় না □ ভিতরের সৌন্দর্য্য যে আসল ব্যাপার এটা এখন বুঝতে পেরেছেন □ একসময় জুলেখা সালেহার মুখ দেখতে পারতেন না □ এখন কত কথা হয় দুজনে □ তবে সালেহা এখন কথা কম বলেন □ তিনি পড়াশুনা করেন জেলখানার লাইব্রেরীতে নিয়মিত □ মাঝে মাঝে মুচকী হাসেন , যখন মনে হয় কিভাবে এতো গুলো ডক্টরেট ডিগ্রী হাসিল করেছেন □ এর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল কি?

সালেহা এখন কিছু বলার আগে তিনবার চিন্তা করেন □ জেলখানায় না এলে এধরনের পরিপুর্নতা হয়ত কখনই আসতো না □

জেলখানার ফুলের বাগান এতো সুন্দর কখনই ছিল না এর আগে □ হাবিব বড় যত্ন নিচ্ছে ফুলের গাছের □ গত জীবনে চামচারা তার চরিত্র ফুলের সাথে তুলনা করেছে □ কিন্তু তিনি জানতেন কি ধরনের কাজকারবার তাকে করতে হয়েছে □ প্রচন্ড টেনশানের জীবন যাপন করেছেন আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ হিসাবে □ একদিকে লোভী স্ত্রী ,

অন্য দিকে আত্তীয় স্বজনদের চাপ বাধ্য করেছে তাকে পিছল পথে পা বাড়াতে □
এখন কোন চাপ নেই , এখন ফুল ফোটাতেই আনন্দ , উদ্বিগ্নহীন জীবন □ তিনি ভালোই আছেন □

দেশে এখন বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠেছে □ চারটি বড় গাড়ির কোম্পানী দেশে গাড়ী তৈরী করছে □ বাংলাদেশের শিপইয়ার্ডে তৈরী হচ্ছে বড় বড় জাহাজ □ দেশে বেকার লোক খুজে পাওয়া যাচ্ছে না □ বিদেশ থেকে লোক আমদানী করতে হোচ্ছে কৃষি কাজের জন্য □

তথাকথিত নিব্বাচনের পরিবর্তে এখন সত মানুশ খুজে তাদের দিয়ে দেশ পরিচালনা করা হচ্ছে □ এ প্রক্রিয়া দেশে বিদেশে বিস্ময়ের সৃস্টি করেছে □ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ প্রক্রিয়া চালু করার চেশটা করে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে □

কত বছর আগে দেশে শেষ হরতাল হয়েছে মানুশ এখন তা মনে করতে পারে না □ একসময় দেশে ভাংচুড় হোত ,ছাত্ররা পড়াশুনা বাদ দিয়ে রাজনীতি করতো ,পুলিশ, সরকারী কর্মচারী ঘুষের বিনিময়ে কাজ করতো □ এখন তা অতীতের ইতিহাস □ সাংবাদিক এবং লেখকরা সত্য কথা লিখছে □ চিকি□স্ক , প্রৌকশলী ,শিক্ষক সব পেশাজীবী নিজের পেশা নিয়ে ব্যস্ত □ ধান্দাবাজী বাদ দিয়ে তারা তাদের মেধা নিয়োগ করেছে পেশার উন্নয়নে এবং গবেষনায় □ অর্থ এবং খ্যাতিতে তারা এখন দুনিয়ার গর্ব্ব □ বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির ধা□□ □মহাশুন্যে কয়েকটি যোগাযোগ উপগ্রহ পাঠিয়েছে সম্প্রতি □

আপাতত এখানেই টানতে হচ্ছে কল্পনার লাগাম □ তবে মানুশ যা কল্পনা করে তা বাস্তবায়িত □□ □ সুতরাং শুভ দিন শীঘ্রই দরজায় কড়া নাড়বে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি দৃঢ মনে □